গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৭-২৪৬

তারিখঃ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫ / ২৭ মে ২০১৮

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৭ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dsadmin2@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৪/০৬/২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

২৭/০৫/২০১৮
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dsadmin2@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, মেকানিক্যাল/টেকনিক্যাল সার্ভিস/পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৮. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/ময়মনসিংহ জোন
৯. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা ঢাকা/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন, সওজ অধিদপ্তর
১৩. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৪. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৫. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৬. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধ সহ)
১৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
১৮. সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

D:\Coordination Metting\Forwading.doc

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

এপ্রিল ২০১৮ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৭ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ১০.০০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
গত ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>গত ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হল।</td><td>-</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার এপ্রিল'১৮ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">মার্চ' ১৮ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">এপ্রিল'১৮ মাস পর্যন্ত আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৭</td><td>-</td><td>০৭</td><td>-</td><td>০৫</td><td>০৫</td><td>০২</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৬</td><td>০১</td><td>১৭</td><td>০২</td><td>-</td><td>০২</td><td>১৫</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৫০</td><td>০২</td><td>৫২</td><td>০২</td><td>০১</td><td>০৩</td><td>৪৯</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7"></td><td>৬৬</td><td></td></tr>
</table>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে মার্চ ২০১৮ মাস পর্যন্ত ০৭টি মামলা চলমান ছিল। এপ্রিল ২০১৮ সময়ে ০৫টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং কোন মামলা রুজু না হওয়ায় চলমান বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০২টি।</td><td>ক. বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি অব্যাহত রাখতে হবে।
খ. অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার পেন্ডিং মামলাগুলো গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।</td><td>অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td></td><td><u>বিআরটিসি</u>
বিআরটিসিতে চলমান বিভাগীয় মামলাগুলো কী কারণে এবং কতদিন যাবৎ পেন্ডিং রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।</td><td>বিআরটিসিতে চলমান বিভাগীয় মামলাগুলো কী কারণে এবং কতদিন যাবৎ পেন্ডিং রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার এপ্রিল ২০১৮ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">এপ্রিল ২০১৮ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ৩৭টি মামলার আদেশ/নির্দেশনা/রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩১৩০</td><td>১৫</td><td>৩১৪৫</td><td>০৯</td><td>০৮</td><td>০১</td><td>৩১৩৬</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২২৮</td><td>০৮</td><td>২৩৬</td><td>০৮</td><td>০৮</td><td>০০</td><td>২২৮</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৮৫</td><td>০২</td><td>৮৭</td><td>০২</td><td>০১</td><td>০১</td><td>৮৫</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৪৪৪</td><td>২৫</td><td>৩৪৬৯</td><td>১৯</td><td>১৭</td><td>০২</td><td>৩৪৫০</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

www.rthd.gov.bd date: 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক. যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) সভায় জানান যে, (১) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সভাপতিত্বে ০১/০৩/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মামলা পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মামলা সংক্রান্ত সফটওয়্যারটি হালনাগাদ করে পূর্বের তুলনায় উন্নত করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সওজ অধিদপ্তরের যে কোন একটি সড়ক বিভাগের মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ অগ্রগতি তথ্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, সওজ অধিদপ্তরের বিপক্ষে রায়কৃত মামলাটির অনুকূলে আপীল করার বিষয়েও সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) (ক) মহামান্য হাইকোর্টে চলমান গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিষয়ে নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (১) (খ) যে কোন একটি সড়ক বিভাগের মামলার ডাটাবেইজ হালনাগাদ সংক্রান্ত অগ্রগতি তথ্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (১) (গ) সওজ অধিপ্তরের বিপক্ষে রায়কৃত মামলার অনুকূলে আপীল করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব /অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(২) মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের ২৫টি কনটেম্পট মামলা ছিল। বিবেচ্যমাসে নতুন ১৪টি মামলা রুজু হওয়ায় কনটেম্পট মামলার সংখ্যা ৩৯টি। নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে কনটেম্পট মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরকরণসহ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।	(২) কনটেম্পট মামলাগুলোকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরে রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।	
	(৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে এপ্রিল ২০১৮ মাসে ১টি মামলা রুজু হওয়ায় চলমান মামলার সংখ্যা ২৭টি। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ১১টি (সওজ ০৯টি, বিআরটিএ ০২টি) এবং ২য় ও ৩য় শ্রেণির ১৬টি (সওজ ১১, বিআরটিএ ০৫টি) মামলা চলমান রয়েছে।	(৩) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ২৭টি মামলা নিয়মিত Followup করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (আইন) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিআরটিএতে চলমান মামলা কেস টু কেস Verify করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রস্তুতকৃত তালিকা মতামতের জন্য বিআরটিএ'র বিজ্ঞ আইনজীবীর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এখনও মতামত পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞ আদালতে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২২৮টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। এপ্রিল ২০১৮ মাসে ৮টি মামলা রুজু এবং ০৮টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২২৮টি।	কেস টু কেস Verify করে আইনজীবীর মতামতসহ প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান যে, বিআরটিসি'র গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট মামলাসমূহের নিষ্পত্তির কার্যক্রম অগ্রাধিকার দিয়ে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞ আদালতে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৮৫টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। এপ্রিল ২০১৮ মাসে ০২টি মামলা রুজু এবং ০২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ৮৫টি।	(১) গুরুত্বপূর্ণ মামলাসমূহের নিষ্পত্তি কার্যক্রমে অগ্রাধিকার দিয়ে মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
	ঘ. ডিটিসিএ : নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান যে, সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে মামলা পরিচালনার জন্য ডিটিসিএ'র পক্ষে সরকারি আইনজীবীর পাশাপাশি বেসরকারি আইনজীবী নিয়োগের জন্য ১৯/০২/২০১৮ তারিখে পুনরায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখায় ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	আইন ও বিচার বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি)

৪. **অডিট আপত্তির বিবরণী:**

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৮	০৫	০২	০১	-	০৮	-	০৮
সওজ অধিদপ্তর	৭,৪৬৮	১,১৩৫	৫,৭২৩	৬১০	০৬ (অঃ)	৭,৪৭৪	০৬ (সাঃ) ১৩ (অঃ)	৭,৪৫৫
ডিটিসিএ	৩২	২১	১০	০১	-	৩২	০৭ (সাঃ)	২৫
বিআরটিসি	৩,৭৭৩	২,৫৪৪	১,১৩৮	৯১	-	৩,৭৭৩	২৬ (সাঃ)	৩,৭৪৭
বিআরটিএ	২৬৫	৫০	২১৫	-	-	২৬৫	-	২৬৫
মোট	১১,৫৪৬	৩,৭৫৫	৭,০৮৮	৭০৩	০৬	১১,৫৫২	৫২	১১,৫০০

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	উপসচিব (অডিট) জানান যে, মার্চ ২০১৮ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১১,৫৪৬। এপ্রিল ২০১৮ মাসে ০৬টি (সওজ অধিদপ্তর) অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং ৫২টি (সওজ অধিদপ্তরের ১৯টি, ডিটিসিএ ০৭টি এবং বিআরটিসি ২৬টি) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্য ১১,৫০০টি (সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-০৮, সওজ অধিদপ্তর-৭,৪৫৫, ডিটিসিএ-২৫, বিআরটিসি-৩,৭৪৭ ও বিআরটিএ-২৬৫)।		
	(ক) উপসচিব (অডিট) জানান, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে অডিট আপত্তির সংখ্যার সমন্বয় করার লক্ষ্যে বিভাগ ভিত্তিক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ০৩টি অগ্রিম অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব ইতোমধ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ এবং অগ্রিম অডিট আপত্তি যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ কাজ চলমান রয়েছে। উপসচিব (অডিট) সভাকে আরো অবহিত করেন বিআরটিসি'র অস্থিত্বহীন ২৯টি কার্যালয়ের ৬২৮ টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। বিষয়টি যাচাইপূর্বক বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিসিকে অনুরোধ করেন।	(ক) (১) অডিটি আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অগ্রিম ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (ক) (৩) অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাকে অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ এবং অডিট আপত্তি যাচাই-বাছাই করে সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। (ক) (৪) বিআরটিসির অডিট আপত্তির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল সড়ক বিভাগ)
	(খ) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত ডাটাবেইজটি হালনাগাদের কাজ শেষ হলে এ বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করা হবে।	(খ) দ্রুত অডিট আপত্তি সংক্রান্ত সংশোধিত ডাটাবেইজটির ওপর একটি উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	
	(গ) উপসচিব (অডিট) জানান, দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রয়েছে। বিবেচ্যমাসে সওজ অধিদপ্তরের ০১টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ৪৭টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৪৭টি অনুচ্ছেদই নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরে ০১টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ১০৭টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১০৭টি অনুচ্ছেদই নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উপসচিব (অডিট) সভাকে আরো অবহিত করেন বিআরটিএ হতে ত্রি-পক্ষীয় সভার কোনো কার্যপত্র পাওয়া যায়নি। সভায় বিআরটিএ'র হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগযোগ করে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রস্তুতপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণের জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) (১) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) (২) মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্যপত্র প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	(ঘ) উপসচিব (অডিট) জানান, অধিক সংখ্যক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে ৩০/০৪/২০১৮ এবং ০৩/০৫/২০১৮ তারিখে দুটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম (দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ৩২০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। বিআরটিএ'র অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আয়োজন করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) (১) অডিট আপত্তির সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সমন্বয়ে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) (২) বিআরটিএ'র অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	মার্চ'১৮ মাস হতে আগত পেন্ডিং কেইস	এপ্রিল'১৮ মাসে আগত	মোট অনিষ্পন্ন	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৪	-	০৪	-	০৪	দীর্ঘ পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	২৬	৫	৩১	৪	২৭	
বিআরটিসি	৯৬	৩	৯৯	০২ (আংশিক পরিশোধ)	৯৯	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	**১২৬**	৮	**১৩৪**	৪	**১৩০**	

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ক.সওজ: উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ০৪টি। উক্ত ০৪টি অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে ০৩টি, সিভিল আদালত মামলাজনিত কারণে ০১টি পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
	খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ হতে পূর্বের ন্যায় সুদমুক্ত ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এপ্রিল ২০১৮ মাসে ২,৫২,০০১.২৫ (দুই লক্ষ বায়ান্ন হাজার এক টাকা পঁচিশ পয়সা) পরিশোধ করা হয়েছে। ক্যাটাগরি ভিত্তিক পেন্ডিং তালিকা প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।	(১) বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ক্যাটাগরিভিত্তিক পেন্ডিং তালিকা প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**<u>আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:</u>** **ক. সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮** যুগ্মসচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ) জানান, **খসড়া সড়ক পরিবহন আইন**, ২০১৮ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ভেটিং পর্যায়ে নথিটি এ বিভাগে ফেরত পাওয়া যায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী খসড়া আইনটি সংশোধন/পরিমার্জন করে ২৭/১১/২০১৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ০৪/০১/১৮ তারিখে মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং জানুয়ারি - মার্চ ২০১৮ সময়ে সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সভাপতিত্বে ৫টি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে ভেটিং পর্যায়ে রয়েছে।	**খসড়া সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮** এর ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/অতিরিঃ সচিব (বাজেট)/ যুগ্মসচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযো অধিশাখা)
	খ. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি অধিশাখা) জানান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির ২য় সভা ১৯/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্ব খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৮ (১) যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, **ফেরি ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮** প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির ১৫/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ফেরি পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করার প্রয়োজন নেই মর্মে উক্ত পত্রের মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে জানানো হয়েছে। (২) সওজ অধিদপ্তরাধীন ফেরি ইজারা চুক্তির শর্তে ফেরি সার্ভিসিং এর জন্য ইজারা মূল্যের ৪%-১০% অর্থ ইজারাদার সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের একাউন্টে জমা রাখার বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং ও যান্ত্রিক উইং হতে অফিস আদেশ জারির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তরের মেকানিক্যাল উইং ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সভা করে একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(১) ফেরি ব্যবস্থাপনা/ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৮ প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (২) ইজারা চুক্তির শর্তে ফেরি সার্ভিসিং এর জন্য ইজারা মূল্যে ৪%-১০% অর্থ সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের একাউন্টে জমা রাখার বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী সভা করে একটি প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	ঘ. রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান, **রাইডশেয়ারিং সার্ভিস নীতিমালা, ২০১৮** বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১৮/০৩/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিআরটিএতে বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি মে ২০১৮ সময়ের মধ্যে নীতিমালা বাস্তবায়ন করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।	মে ২০১৮ সময়ের মধ্যে নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)

www.rthd.gov.bd || date: 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ সভায় জানান যে, (ক) ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের পরিচর্যার কাজ চলছে। মহাসড়কের পাশে সড়ক বিভাগ কর্তৃক ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের বিষয়ে বৃক্ষপালনবিদের প্রতিবেদনের সাথে কয়েকটি সড়ক বিভাগের প্রতিবেদনের মধ্যে ব্যাপক গরমিলের বিষয়ে রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, ফেনী, কুমিল্লা, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া ও সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন ও সংস্থাপন) জানান, ইতোমধ্যে কয়েকটি সড়ক বিভাগের জবাব পাওয়া গিয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলীগণের ব্যাখ্যার জবাব একটি প্রতিবেদন আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং ঠিকাদারের সাথে শর্ত অনুযায়ী বর্ষা মৌসুমে মৃত গাছের স্থলে নতুন করে বৃক্ষরোপনের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) ঠিকাদার কর্তৃক ৬৫টি সড়ক বিভাগে ২ কিলোমিটার করে রোপিত গাছের নিয়মিত পরিচর্যা অব্যাহত করতে হবে। (ক) (২) মহাসড়কের পাশে রোপিত গাছের বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলীগণের ব্যাখ্যার জবাব একটি প্রতিবেদন আকারে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ক) (৩) ঠিকাদারের সাথে শর্ত অনুযায়ী বর্ষা মৌসুমে মৃত গাছের স্থলে নতুন করে বৃক্ষরোপনের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ উপসচিব (জিএফডিপি)/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ ও তাঁর অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান তিনি এপ্রিল ২০১৮ মাসে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের রোপিত গাছ পরিদর্শন করেন। মৌলভীবাজার সড়ক বিভাগের আওতায় রোপিত গাছের অবস্থা ভাল এবং হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতায় রোপিত ৮০০টি গাছের মধ্যে ৩৯১ টি গাছ মারা গেছে। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী ও ঠিকাদারকে মৃত গাছের স্থলে জুন ২০১৮ সময়ের মধ্যে নতুন করে গাছ রোপন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সভাপতি নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে গাছ রোপনের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং পরবর্তীতে বৃক্ষরোপন কার্যক্রম মনিটরিং টীম কর্তৃক মনিটর করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।	(খ) (১) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ ও তাঁর অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের আওতায় রোপিত গাছ পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) (২) জুন ২০১৮ সময়ের মধ্যে মৃত গাছের স্থলে নতুন করে গাছ রোপন করার জন্য সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	
	(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিডিয়ানে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এরুপ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। মহাসড়কের পাশে গাছ রোপনের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন যে, মহাসড়কের পাশে রোপিত গাছ অনেক সময় দুর্ঘটনার সৃষ্টি করে এবং মহাসড়কে পানি জমে বিটুমিনের ক্ষতি করে থাকে। উন্নত রাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে মহাসড়কের নির্দিষ্ট দুরত্বে গাছ রোপন করা হয়ে থাকে। মহাসড়কের পাশে রোপিত গাছ দুর্ঘটনা এবং সড়কের ক্ষতি করে বিধায় মহাসড়কের পাশে বৃক্ষোপন না করার বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি এ বিষয়ে অবহিত করেন গাছ রোপনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোনো অনুশাসন এবং নির্দেশনা রয়েছে কিনা তা জানা প্রয়োজন। মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয় প্রেরণের ওপর সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি আরও অবহিত করেন সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।	(গ) (১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন করতে হবে। (গ) (২) মহাসড়কের পাশে বৃক্ষরোপন না করা এবং ধরণ পরিবর্তনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোনো অনুশাসন এবং নির্দেশনা রয়েছে কিনা বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
	(ঘ) রোপিত তাল গাছ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের নারিকেল গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। নার্সারীতে উৎপাদিত গাছ যথাসময়ে রোপণ করে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।	(ঘ) রোপিত তালগাছ ও উচ্চ ফলনশীল জাতের নারিকেল গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে। নার্সারীতে উৎপাদিত গাছ যথাসময়ে রোপন করে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।	
	(ঙ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ রোপিত গাছের পরিচর্যাকরার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ রোড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। তদানুযায়ী জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প WI-1, WI-2, WI-3 এবং WI-4 প্যাকেজের মাধ্যমে উক্ত মহাসড়কে রোপনকৃত বৃক্ষের পরিচর্যা/রক্ষণাবেক্ষণ নিয়মিত সেনাবাহিনী তথা সদর দপ্তর ২৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের অধীনস্থ ১৭ ইসিবি কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে।	(ঙ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যার বিষয়ে সেনাবাহিনীর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.	**পরিদর্শন বাংলোর যথাযথ ব্যবহারের লক্ষ্যে নীতিমালা ও ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ:** (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের নীতিমালা হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ০৮/০৫/২০১৮ তারিখ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-এর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান, পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলোর ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা আছে এবং তথ্য এন্ট্রি শেষ হয়েছে।	(ক) পরিদর্শন বাংলো/অফিস কাম পরিদর্শন বাংলো ব্যবহারের নীতিমালা হালনাগাদের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (খ) পরিদর্শন বাংলো/ অফিস কাম পরিদর্শন বাংলোর ডাটাবেইজের ওপর একটি উপস্থাপনার আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ভূমি লীজ/বরাদ্দ/হস্তান্তর সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগের ভূমি বিআরটিসি'র সময়মনসিংহ ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ইতিপূর্বে সাময়িকভাবে বরাদ্দকৃত চরঈশ্বরদিয়া মৌজার আরএস দাগ নং-৪৫৯২, ৪৫৯৩, ও ৫৩৯৩ নম্বর দাগের সওজ মালিকানাধীন ২.১০ একর ভূমি গত ০৭/০৫/২০১৮ তারিখে বিআরটিসি'র অনুকূলে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।	এজেন্ডাটি বাস্তবায়িত। আগামী সভা হতে এজেন্ডাটি বাদ দেয়া যেতে পারে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি
৯.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান যে, (ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণে এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অবৈধভাবে স্থাপিত স্থাপনা দ্রুত অপসারণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়কে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (খ) খুলনা জোনের আওতায় ভূমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে ২৩/০১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি ফলোআপ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের বলা হয়েছে। (গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তর এবং জেলা পরিষদের মধ্যে মহাসড়ক ও মহাসড়ক পার্শ্বস্থ ভূমিতে অবস্থিত গাছপালার মালিকানা নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও বিবাদ (Dispute) নিরসণকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে গত ২৮/০৩/২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ০৬/০৫/২০১৮ তারিখ সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। (ঘ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ'র বিভিন্ন সড়ক বিভাগের আওতায় উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধার করা জায়গার পরিমাণ নিম্নরূপ: এ সকল ভূমি সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে সীমানা পিলার ও কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে দখলে রাখার জন্য বিভাগীয়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে মর্মে সওজ হতে জানানো হয়েছে।	(ক) মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুসরণ এবং মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) খুলনা জোনের আওতায় ভূমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি ফলোআপ করতে হবে। (গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধার করা জায়গা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে সওজ অধিদপ্তর হতে প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট/আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল) প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: (১) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান গত ২২-২৫ মার্চ ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, টাংগাইল সড়ক বিভাগ কার্যালয়ে এস্টেট ও মামলা বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং ৩০ মার্চ হতে ০১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সিলেট সড়ক বিভাগ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে টাংগাইল এবং সিলেট সড়ক বিভাগের আওতাধীন ভূমিতে গড়ে উঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত কার্যক্রম	(১) উচ্ছেদ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়

ক্রম	জোনের নাম	সড়ক বিভাগের সংখ্যা	উচ্ছেদকৃত জমির পরিমাণ
১	চট্টগ্রাম	৬টি	২৭.৬৪ একর
২	রংপুর	১০টি	১৪৩.০৮২৯ একর
৩	গোপালগঞ্জ	৫টি	৪.৮৯৪৩ একর
৪	ঢাকা	৬টি	৩১.৪১ একর
৫	বরিশাল	৫টি	৩৮৩০.৫৮ একর
৬	ময়মনসিংহ	৬টি	৪১.৮৪৯২৫ একর
৭	কুমিল্লা	৬টি	১১.৪০৫ হেক্টর
৮	সিলেট	৪টি	৬৬৮.১০ শতাংশ
৯	রাজশাহী	১টি (নওগাঁ)	৬.৭০ একর
১০	খুলনা	১টি (যশোর)	৬.৬০ একর

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	পরিচালনার জন্য অবৈধ দখলকারীদের নামের তালিকা ও নথি প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। গত ০৫-০৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগ কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ মামলা বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। (২) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, কল্যাণপুর সড়ক উপ-বিভাগীয় কার্যালয়ের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে উঠা স্থাপনা অপসারণের বিষয়ে সৃষ্ট মামলা বর্তমানে Stay অবস্থায় আছে। মামলাটি খারিজ করার জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলতি মাসের শেষে এ বিষয়ে সভা হবে। মামলাটি খারিজ হয়ে গেলে উক্ত জায়গা হতে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হবে। (৩) মহাসড়কের ওপর বা হাইওয়ের পাশে অবৈধভাবে মালামাল রাখা হয়। এতে যানচলাচলে বাধা সৃষ্টি করে এবং যানজটের কারণ হয়ে থাকে। সভাপতি রমজান ও আসন্ন ঈদে ঘরমুখো মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে অবৈধ উচ্ছেদ পরিচালনার পাশাপাশি মহাসড়কের ওপর রাখা মালামাল অপসারণের ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন এবং ক্ষেত্র বিবেচনায় মালিকদের জরিমানা করার পরামর্শ প্রদান করেন।	(২) মামলা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে এবং মামলা খারিজ হয়ে গেলে অবৈধ স্থাপনা দ্রুত অপসারণ করতে হবে। (৩) মহাসড়কের ওপর বা পাশে অবৈধভাবে রাখা মালামাল অপসারণে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	ঢাকা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান- (১) গত ১৮/০৪/২০১৮ তারিখ পাবনা সড়ক বিভাগাধীন কাশিনাথপুর-দাশুড়িয়া-নাটোর-রাজশাহী মহাসড়কের (পাবনা অংশ) উভয় পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ১৬২টি অবৈধ স্থাপনা এবং এবং ৫টি একতলা ও ৩ টি দুইতলা ভবন উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ০.৬০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৭০.০০ লক্ষ টাকা। গত ১৯/০৪/২০১৮ তারিখে পাবনা সড়ক বিভাগাধীন (বাস টার্মিনাল হতে গাছপাড়া পর্যন্ত) মহাসড়কের উভয় পার্শ্ব হতে ১৮৩ টি বিভিন্ন ধরণের অবৈধ স্থাপনা এবং ১০টা একতলা ও ৫টি দুইতলা ভবন উচ্ছেদ করা হয়। এছাড়া এতে প্রায় ০.৬০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। গত ২৩/০৪/২০১৮ তারিখে গাজীপুর সড়ক বিভাগাধীন জয়দেবপুর-মাওনা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ২৯তম কিলোমিটারে সড়কের বাম পার্শ্বের তৌফিক সিএনজি এর উত্তর পার্শ্বের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ/অপসারণ করা হয়েছে। গত ২৫/০৪/২০১৮ তারিখে সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন নলকা-সিরাজগঞ্জ (আর-৪৫১) সড়কের ১ম কিলোমিটারে (অংশ) নলকা মোড় হতে ১১তম কিলোমিটারে (শহীদ শামছুদ্দিন গেইট) পর্যন্ত সড়কের উত্তর পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ৩০৮টি অবৈধ স্থাপনা এবং ১২টি একতলা ও ৫টি দুইতলা ভবন উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৩.০০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ২০.০০ কোটি টাকা। গত ২৬/০৪/২০১৮ তারিখে সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন নলকা-সিরাজগঞ্জ মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে (অংশ) নলকা মোড় হতে ১১তম (অংশ)কিলোমিটারে (শহীদ শামছুদ্দিন গেইট) পর্যন্ত সড়কের উভয়পার্শ্বে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি হতে ২৪৪টি অবৈধ স্থাপনা এবং ১৫টি একতলা ও ৭টি দুইতলা ভবন উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৩.৫০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়। যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৩০.০০ কোটি টাকা। (২) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান, উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২জন কর্মচারির সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ২০/০২/২০১৮ তারিখ নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা সড়ক বিভাগ, বনানী, ঢাকাকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক সার্কেল, ঢাকাকে পত্র দেয়া হয়েছে।	(১) উচ্ছেদ কার্যক্রমের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী সওজ অধিদপ্তরের ২ জন কর্মচারির বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা ও মামলার অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ /সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: যুগ্মসচিব (সম্পত্তি) জানান যে, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জোনকে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে। নতুন এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়নের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হবে।	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: (ক) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান যে, সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা স্থাপনা অপসারণে উচ্ছেদ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আছে। রাঙ্গামাটি সড়ক বিভাগের আওতাধীন সকল ভূমি ও স্থাপনার মালিকানার তথ্য সওজ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গেছে। এতে দেখা যায়, বিভিন্ন এলএ কেস মূলে অধিগ্রহণকৃত জমি ও স্থাপনার ভূমির পরিমাণ ৭১৪.২৩ একর।	(ক) অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td>(খ) সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সওজ অধিদপ্তরে প্রেষণে পদায়নকৃত এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিক্ষেত্রের জন্য ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে গত ২৬/০২/২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করে জানা যায় যে, বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।</td><td>(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিক্ষেত্রের জন্য ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব(সম্পত্তি)</td></tr>
<tr><td></td><td><u>বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:</u>
হাইওয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ রেখে বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, বিআরটিএ'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।</td><td>বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেসী ক্ষমতা দ্রুত প্রদানের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।</td><td>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন)</td></tr>
<tr><td>১০.</td><td>অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:
প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড চিহ্নিত করে অপসারণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মহাসড়কের পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের বিভিন্ন জায়গা হতে ১১১টি বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড উচ্ছেদ করা হয়েছে।</td><td>ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/ বিজ্ঞাপন বোর্ড চিহ্নিত করে অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)</td></tr>
<tr><td>১১.</td><td>ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর পরিশোধ :
সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, মন্ত্রণালয়ের মানদন্ড অনুযায়ী সওজের সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর নিয়মিত পরিশোধ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। কিছু কিছু সড়ক বিভাগে ভূমি উন্নয়নকর পরিশোধের পর অতিরিক্ত অর্থ রয়েছে এবং কিছু কিছু সড়ক বিভাগে ভূমি উন্নয়নকর খাতে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সড়ক বিভাগসমূহের ভূমি উন্নয়নখাতের বরাদ্দকৃত অর্থের সমন্বয় করে কর পরিশাধ অব্যাহত রাখার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>বরাদ্দকৃত অর্থ সমন্বয় করে সওজের সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর নিয়মিত পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (বাজেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)</td></tr>
<tr><td>১২.</td><td><u>সওজ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও গবেষণাগার এর নতুন জনবল কাঠামো তৈরি করা :</u>
(ক) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, সওজ অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার ও সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমন্বয়ে একটি উইং সৃজনের বিষয়টি একীভূত করে সওজ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসকরণের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সওজ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে। শিঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

(খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, জানান, SASEC Road Connectivity Project-II এর আওতায় জুন ২০১৮ মাসে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করা হবে।</td><td>(ক) প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(খ) জুন ২০১৮ সময়ের মধ্যে একটি ওয়ার্কশপ/সেমিনার আয়োজন করতে হবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)

প্রধান প্রকৌশলী, সওজ</td></tr>
<tr><td>১৩.</td><td><u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:</u>
(ক) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সড়ক ও যান্ত্রিক বিভাগে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা মেরামত অযোগ্য যন্ত্রপাতির একটি তালিকা প্রস্তুত করে বিক্রির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সকল জোন প্রধানদের পত্রের মাধমে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভিন্ন সড়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মেরামত অযোগ্য পরিদর্শন যানের সংখ্যা ৬০টি। এর মধ্যে ৩০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। মেরামত অযোগ্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সংখ্যা ৩১৫টির মধ্যে ১৩০টির সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে অবশিষ্ট ১৮৫টির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

(খ) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অকোজো গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট ও নিলাম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">মেরামত অযোগ্য গাড়ীর সংখ্যা</th><th colspan="2">সার্ভে রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য</th><th rowspan="2">সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ</th><th colspan="2">নিলাম সংক্রান্ত</th></tr>
<tr><th>মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন</th><th>মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায়</th><th>বিক্রিত</th><th>বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য প্রক্রিয়াধীন</th></tr>
<tr><td>১৭৩</td><td>১২১+৪০=১৬১</td><td>মোট ১২টি</td><td>-</td><td>৯৫টি</td><td>(২৬+৪০)=৬৬</td></tr>
</table>
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম বিদ্যমান গাড়ীসমূহের মধ্যে হতে ২০১৫-১৬ সালে মেরামত অযোগ্য ১৭৩টি গাড়ী অকেজো ঘোষণা করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬১টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে ৯৫টি বিক্রয় করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৬টির মধ্যে ২৬টি গাড়ী বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন ও ৪০টি গাড়ী বিক্রয়ের জন্য নিলাম আহবান করা হয়েছে। ১২টি গাড়ীর সার্ভে রিপোর্টে মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।</td><td>(ক) অমেরামতযোগ্য যন্ত্রপাতির তালিকা প্রস্তুত করে তা বিক্রির উদ্যোগ নিতে হবে।

(খ) কনডেমনেশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য বিধি মোতাবেক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।</td><td>প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)</td></tr>
</table>

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(গ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য একটি রি-সাইক্লিং যন্ত্র ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত ডিপিপির ওপর আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সওজ অধিদপ্তর হতে Revised ডিপিপি প্রেরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	(গ) রি-সাইক্লিং যন্ত্র ক্রয়ের Revised ডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	(ঘ) সওজ অধিদপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা, গোপালগঞ্জ, খুলনা ও রংপুর জোনের আওতাধীন "গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পে যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যান্ত্রিক উইং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জোনের আওতাধীন প্রকল্পভুক্ত যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত ০৫/০৪/২০১৮ তারিখ দরপত্র খোলা হয়েছে। যার মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	(ঘ) আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বিষয়ে আহবানকৃত দরপত্রের মূল্যায়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান
	(ঙ) সওজ অধিদপ্তরের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সকল সড়ক জোনের প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।	(ঙ) যে সকল জোনের জন্য যন্ত্রপাতি কেনার বিষয়টি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তা দ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	
	(চ) সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক বিভাগ ও যান্ত্রিক বিভাগসমূহের সচল গাড়ী ও যন্ত্রপাতি রাখার জন্য প্রতিটি সড়ক বিভাগে একটি করে শেড নির্মাণের নির্দেশনা বাস্তবায়নসহ সচল গাড়ী ও যন্ত্রপাতিসমূহ সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সড়ক জোনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কোন্ কোন্ সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করতে হবে এবং কোন্ কোন্ সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(চ) সচল গাড়ী ও সরঞ্জাম রাখার জন্য যেসকল সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণ করতে হবে তার তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
	(ছ) উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, বগুড়া ফেরি বিভাগ বিলুপ্ত করে ফরিদপুর ফেরি বিভাগ সৃজন এবং ফেরি উপবিভাগ বগুড়া বিলুপ্ত করে রংপুর কারখানা উপবিভাগ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে চাহিত তথ্যাদি সওজ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে ০৯/০৫/২০১৮ তারিখে অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চাহিত তথ্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	(ছ) চাহিত তথ্যাদি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	খ. বিআরটিএ: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান- (১) বিআরটিএ'র টিওএন্ডই-তে যানবাহন অন্তর্ভুক্তকরণের সম্মতি প্রদানের জন্য গত ২৫/০৪/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১৮/১২/২০১৭ তারিখে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ জানায়। চাহিত হালনাগাদ তথ্যাদিসহ স্বয়ং-সম্পূর্ণ জবাব ৩১/০১/২০১৮ তারিখে বিআরটিএ হতে পাওয়া গিয়েছে। বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত জবাব দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) বিআরটিএ'র রাজস্ব খাতে যানবাহন টিওএন্ডইভুক্তকরণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	(২) যুগ্মসচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর) জানান, গাড়ীর এক্সেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/ খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রয়েছে। কার্যক্রম অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) গাড়ীর এক্সেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার বিষয়টি অব্যাহত রাখার কার্যক্রম তদারক করতে হবে।	
	(৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, গাড়ীর এক্সেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/খোলার অভিযান শুরুর অর্থাৎ গত ১৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখ হতে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত ৩১০৮ টি মোটরযানে অবৈধভাবে সংযুক্ত এক্সেল, হুক অপসারণ করা হয়েছে। আগামী ৩ মাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় প্রতি সপ্তাহে ১ দিন গাড়ীর এক্সেল, হুক এবং বাম্পার কাঁটা/ খোলার বিষয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সে অনুযায়ী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হবে।	(৩) পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ অভিযান পরিচালনার প্রতিবেদন সমন্বয় করে প্রতিমাসে সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)(নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর)
	৯৯৯ নম্বর সম্বলিত স্টীকার গাড়ীতে প্রদর্শন: যাত্রী হয়রানী ও ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য ঢাকা শহরে প্রতিটি গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর সম্বলিত স্টীকার গাড়ীর ভেতরে লাগাতে হবে এবং গাড়ীর নম্বরও এর সাথে প্রদর্শন করতে হবে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। বিআরটিএ হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	যাত্রী হয়রানী ও ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য ঢাকা শহরে প্রতিটি গাড়ীতে ৯৯৯ নম্বর ও গাড়ীর নম্বর সম্বলিত স্টীকার গাড়ীর ভেতরে দৃশ্যমান স্থানে লাগানোর বিষয়ে বিআরটিএ কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
১৪.	**ক. সম্পত্তি Software-এ এন্ট্রি সংক্রান্ত :** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান যে, Software-এ মহাসড়ক/স্থাপনা ভিত্তিক ভূমির তথ্য এন্ট্রির কাজ চলমান রয়েছে এবং এন্ট্রির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য টেলিফোনে তাগিদ দেয়া হয়েছে।	ক. Software-এ মহাসড়ক/স্থাপনা ভিত্তিক ভূমির তথ্য এন্ট্রির কাজ সম্পন্ন করে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	খ. বিআরটিসি'র যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার বাস্তবায়ন: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারে নিয়মিত ডাটা এন্ট্রি দেয়া হচ্ছে এবং ডিপোভিত্তিক অভ্যন্তরীণ মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে।	খ. যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়ারে নিয়মিত ডাটা এন্ট্রি এবং অভ্যন্তরীণ মনিটরিং জোরদার করাসহ ডিপোভিত্তিক মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
১৫.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পদ সৃজন :** উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাসহ সহায়ক ৩৫টি পদ সৃজনের নিমিত্ত পদভিত্তিক রাজস্বখাতে পদ সৃজনের প্রস্তাব পৃথকভাবে পূরণপূর্বক প্রেরণের জন্য ২৮/০৩/২০১৮ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হলে ১০/০৫/২০১৮ তারিখে প্রস্তাব পাওয়া যায়। প্রস্তাবটি পর্যালোচনাপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	যথাশীঘ্রই জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	খ. এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ী ও ড্রাইভারের পদ সৃজন : উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) জানান, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের জীপ গাড়ী TO & E-তে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং ড্রাইভারের ৪টি পদ সৃজনের কোয়ারীর জবাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/উপসচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন)
	গ. বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজন: যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা) জানান, বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গত ১৪/০৩/২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	গাড়ী চালকের পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান (বিআরটিএ)/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
১৬.	**বিবিধ:** **ক.বিআরটিসি কর্তৃক ডিএসএল পরিশোধ:** (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান যে, ডিএসএল এর পাওনা বাবদ ২০১১-১২ অর্থ-বছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরের এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৪৯,০০,০০০/- (ছয় কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। প্রতি মাসের ন্যায় এপ্রিল ২০১৮ মাসে ৫,০০,০০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।	(১) ডিএসএল বাবদ পাওনা ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) জানান, (২) প্রগতির পাওনাকৃত অর্থের পরিমান, সুদ ও আসল এর বিষয়ে প্রগতি ও বিআরটিসি'র মধ্যে মতপার্থক্য থাকায় একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটি'র রিপোর্ট ১৫/১১/২০১৭ তারিখে প্রগতির বোর্ড চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করা হয়। ০৩/১২/২০১৭ তারিখে প্রগতির বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভার কোনো কার্যাবিবরণী বা সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এজেন্ডাটি বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(২) আগামী সভা হতে এজেন্ডাটি বাদ দিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	(৩) ভলভো বাস নষ্ট হওয়ার এবং যথাসময়ে মেরামত না করার কারণ অনুসন্ধানের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন ৩০/০৪/২০১৮ তারিখে এ বিভাগে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এজেন্ডাটি বাদ দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(৩) আগামী সভা হতে এজেন্ডাটি বাদ দিতে হবে।	
	খ. Rapid Pass: (১) Rapid Pass কার্ড এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, র‍্যাপিড র‍্যাপিড পাস এর প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এপ্রিল ২০১৮ মাসে নিম্নোক্ত স্থানসমূহে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়: (i) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড ও বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন, বিএসইসি ভবনে ক্যাম্পেইন করা হয়; (ii) এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ১৭৯৬টি র‍্যাপিড পাস বিক্রি হয়েছে। (iii) হাতিরঝিল চক্রাকার বাস রুটে র‍্যাপিড পাস প্রবর্তনের লক্ষ্যে Public Transport Operator ও Agent এগ্রিমেন্টে ১৭/০৪/১৮ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ২২/০৪/১৮ তারিখ হতে উক্ত রুটে র‍্যাপিড পাস চালু হয়েছে।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) কুড়িল থেকে ভূলতা-গাউছিয়া রুটে চলাচলরত BRTC'র এসি বাসসমূহে Rapid Pass চালুর বিষয়ে গত ২৮/০৩/২০১৮ তারিখে ডিটিসিএ এর সভা কক্ষে বিআরটিসির প্রতিনিধি ও জাইকা টিমের সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত রুটে চলাচলরত BRTC'র এসি বাসসমূহে Rapid Pass চালুর নিমিত্ত বাসের ভাড়া তালিকা, Handy devices configuring বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান,বিআরটিসি জানান বিদ্যমান ডিভাইস সফটওয়্যারটি ভূলতা-গাউছিয়া রুটে ব্যবহার করা যাবেনা। এ রুটটির ভাড়ার চার্ট অনুযায়ী ডিভাইসগুলো হালনাগাদ করা প্রয়োজন। নবীনগর-মতিঝিল এবং ভূলতা-গাউছিয়া-কুড়িল বিশ্বরোড রুটের বাস স্টপেজের কাছাকাছি র‍্যাপিড পাস বিক্রয় ও রিচার্জের জন্য TOM Shop স্থাপনের জন্য ডিটিসিএ স্থান বরাদ্দের ব্যবস্থা করবে। ঢাকায় শহরে চলমান বিআরটিসি'র মহিলা বাস সার্ভিসে Rapid Pass চালুর জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, ভাড়ার চার্ট সংক্রান্ত জটিলতা ও TOM Shop স্থাপনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ এবং Rapid Pass চালুর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে বিআরটিসি ও ডিটিসিএ'র মধ্যে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণের ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(২) ঢাকা শহরে চলমান বিআরটিসি মহিলা বাস সার্ভিসে Rapid Pass চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। ভাড়ার চার্ট সংক্রান্ত জটিলতা, TOM Shop স্থাপন এবং Rapid Pass চালুর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে বিআরটিসি ও ডিটিসিএ সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস
	গ. বিআরটিএ এবং ডিটিসিএ'র ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত : **বিআরটিএ:** (১) বিআরটিএ ভবন নির্মাণ কাজের টেন্ডার প্যাকেজ-১ (সিভিল ওয়ার্কস অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রিফিকেশন, সেনিটারি, ফায়ার হাইড্রান্ট ও সিসি টিভি সিস্টেম) এর নির্মাণ কাজের এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ৭২.৮৫% বাস্তব কাজের অগ্রগতি ১০০%। প্যাকেজ-৫ (ইনটোরিয়র ডেকোরেশন): ফার্নিচার, কার্পেট ও পার্টিশন ওয়াল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ডেসকো বরাবর আবেদন করা হয়েছে। এখনো সংযোগ পাওয়া যায়নি। কবে নাগাদ সংযোগ পাওয়া যাবে এ বিষয়ে ডেসকো এর সাথে যোগাযোগ করে সঠিক সময় জানার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(১) বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ডেসকো এর সাথে যোগাযোগ করে সংযোগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ সভাকে অবহিত করেন নবনির্মিত ভবনে প্রবেশ পথ নিয়ে সমস্যা রয়েছে। এক্ষেত্রে এপ্রোচ রোড নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিষয়ে পরিচালক (প্রশাসন) এবং জনাব শিতাংশু শেখর বিশ্বাস (পরিচালক), বিআরটিএ ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক বিভাগকে সরেজমিনে পরিদর্শন করে বিষয়টি দ্রুত সমাধানের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, আগামী ৩০ জুনের মধ্যে বিআরটিএ'র নব-নির্মিত ভবনের সকল কাজ সমাপ্ত করে উদ্বোধনের প্রস্তুতি গ্রহণের ওপরও সভায় গুরুত্বারোপ করেন।	(২) (ক) পরিচালক (প্রশাসন) এবং জনাব শিতাংশু শেখর বিশ্বাস (পরিচালক), বিআরটিএ ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা সড়ক বিভাগ নব-নির্মিত ভবন সরেজমিনে পরিদর্শন করে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) (খ) বিআরটিএ'র নব-নির্মিত ভবনের সকল কাজ সমাপ্ত করে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	ডিটিসিএ : (১) প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) জানান যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডিটিসিএ ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পুরোদমে কাজ চলছে। ফাউন্ডেশনের সকল শোর পাইলের (২৪৯) কাজ শেষ হয়েছে। ৩৫০ টি সার্ভিস পাইলের মধ্যে ৩৩৮টি পাইলে কাজ শেষ হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১৩.২%।	(১) নির্ধারিত সময়ে ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং)
	(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, সওজ অধিদপ্তরের ১২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার চাহিদার প্রেক্ষিতে সওজ অধিদপ্তর-কে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাসে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং এপ্রিল ২০১৮ মাসে ৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১০,০০,০০,০০০/- (দশ কোটি) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	(২) সওজ অধিদপ্তরের চাহিদার প্রেক্ষিতে অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করতে হবে।	
	সওজ অধিদপ্তর: সওজ অধিদপ্তরের জন্য ১৪৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয়ে ১২ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ভবনটি সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প এর আওতায় নির্মিত হচ্ছে। আগামী জুন ২০১৮ সময়ের জন্য ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ভবনটির এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তব কাজের অগ্রগতি ৫৬.৭৫% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৪৪%। ভবনটির অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। আগামী অক্টোবর ২০১৮ মাসের মধ্যে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে উদ্বোধনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানান।	সওজ অধিদপ্তরের ভবনের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অক্টোবর ২০১৮ মাসে উদ্বোধনের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ অধিদপ্তর
	ঘ. বেইলী ব্রীজ ধ্বসে পড়া: (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিতকরণ, ব্রীজের দুই প্রান্তে নির্দিষ্ট দুরত্বে সতর্কীকরণ/বিধি নিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড দেয়ার জন্য ০৪/০৪/২০১৮ তারিখে মাঠ পর্যায়ের অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ১৭/০৫/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ৫১টি সড়ক বিভাগ হতে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। অবশিষ্ট সড়ক বিভাগের তথ্য সংগ্রহপূর্বক সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের কোথায় কতটি ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ রয়েছে তার একটি তালিকাসহ প্রতিবেদন আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) (ক) সড়ক বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সারাদেশে সওজ অধিদপ্তরের ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজের তালিকাসহ প্রতিবেদন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ওভার লোডেড গাড়ির জন্য ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজ সম্পর্কিত জোনভিত্তিক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের জোন অফিসে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিধ্বস্ত বেইলী ব্রীজ সম্পর্কিত তথ্যাদি (বিশেষ করে মামলার বিষয়ে) চেয়ে ১৯/০২/২০১৮ তারিখে মাঠ পর্যায়ের সকল জোনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ১২টি সড়ক বিভাগ অর্থাৎ দিনাজপুর, মাগুরা, সুনামগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, বগুড়া, লক্ষ্মীপুর, টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর, ভোলা, মুন্সীগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও পিরোজপুর হতে তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা) জানান মামলা সংক্রান্ত ১২ টি সড়ক বিভাগের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এতে দেখা যায় ঘটনার পর ক্ষতিপূরণ চেয়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি মামলা করেছেন। আবার কিছু কিছু জায়গায় থানায় জিডি করেছেন। সভাপতি মামলার নম্বর অনুযায়ী মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট Advocate এর সাথে যোগাযোগ করে মামলার আরজিতে কী লেখা হয়েছে এবং তা সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, থানায় জিডি না করে মামলাগুলো সরাসরি আদালতে করারও পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) (খ) ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ/বেইলী ব্রীজ চিহ্নিত নির্দিষ্ট দূরত্বে সতর্কীকরণ/বিধিনিষেধ সংবলিত সাইনবোর্ড দিতে হবে। (২) (ক) যে সকল সড়ক বিভাগ হতে এখনও তথ্যাদি পাওয়া যায়নি সে সকল সড়ক বিভাগের তথ্যাদি আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (২) (খ) ওভার লোডেড গাড়ির কারণে ধ্বসে পড়া/ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ সংক্রান্তে মামলার সংশ্লিষ্ট Advocate এর সাথে যোগাযোগ করে মামলার আরজি সম্পর্কে জেনে প্রয়োজনে সংশোধন করতে হবে। ২ (গ) থানায় জিডি না করে সরাসরি আদালতে মামলা দায়ের করার পরামর্শ প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ যুগ্মসচিব (আইন ও সংস্থা)
	ঙ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: (১) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র বাসের চালক ও কন্ডাক্টর এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে প্রদানকৃত বিআরটিসি'র বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। (২) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ডিপোর অ-জমা/বকেয়া বিষয়ে ডিপো পরিদর্শন/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নিমিত্ত এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব সফিকুল ইসলামকে আহবায়ক করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিলের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) বিআরটিসি'র সকল ধরণের বকেয়া আদায়ে তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) বিআরটিসি'র বিভিন্ন ডিপোর অ-জমা/বকেয়ার বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	চ. সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা: **(১) Annual Performance Agreement (APA) ২০১৭-২০১৮ :** উপসচিব (বাজেট) সভায় জানান, চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে এ বিভাগের সম্পাদিত APA'র যে সমস্ত কর্মসম্পাদন সূচকের জুলাই-মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় সেগুলো সভায় উপস্থাপন করেন:	(ক) বর্ণিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে APA'তে নির্ধারিত ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। (খ) এ বিভাগের মনিটরিং টিমের সদস্যদের APA'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভিজিট সম্পাদন করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

কর্মসম্পাদনসূচক	লক্ষ্যমাত্রা (১০০%)	অর্জন (জুলাই-মার্চ ২০১৮)
(১.১.৩) বাস্তবায়িত সাসেক -২ প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভুত)	২০ শতাংশ	৭.৫১ শতাংশ
১.৬.২ বাস্তবায়িত পায়রা সেতু প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভুত)	৫২ শতাংশ	৫২ শতাংশ
১.৬.৩ বাস্তবায়িত ভূলতা ফ্লাইওভার প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভুত)	৯৮ শতাংশ	৬৫.২৪ শতাংশ
১.৮.১ এ বিভাগের মনিটরিং টিমের ভিজিট	৯৫ টি	৬০ টি
৪.১.১ বাস্তাবায়িত এমআরটি লাইন-৬ প্রকল্প (ক্রমপুঞ্জিভুত)	২০ শতাংশ	১৪৬২
৪.৪.১ বাস্তবায়িত বিআরটি প্রকল্প	৩৫ শাতাংশ	১৯.১৪ শতাংশ
৪.৫.১ বিতরণকৃত র‍্যাপিড পাস	১০,০০০টি	১৬৮৭ টি

তিনি বর্ণিত কর্মসম্পাদন সূচকের নূন্যতম লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সভাপতি অবহিত করেন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে APA'তে নির্ধারিত ন্যূনতম লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বর্ণিত মনিটরিং টীমের ভিজিট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(২) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৭-২০১৮ : উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি) জানান এ বিভাগ ও অধীন সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনার চতুর্থ প্রান্তিকের নির্ধারিত কার্যক্রম চলমান আছে। গত ২৯/০৩/২০১৮ তারিখে এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির অনুষ্ঠিত সভায় NIS কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রমসমূহ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। NIS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সভাপতিত্বে ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে এ বিভাগে NIS বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যলোচনায় বিভাগ/সংস্থাভিত্তিক নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঙ্খিত মাত্রায় না হওয়ায় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিয়ে বিশেষ গুরুত্বসহকারে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করার অনুরোধ করা হয়। **ক্রম | বিভাগ/সংস্থার নাম | NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত কার্যক্রমের ক্রম ও নাম** ১ | সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর | ৩.১ Highway Act খসড়া যুগোপযোগীকরণ; ৫.৩ ই-ফাইলিং বাস্তাবয়ন; ৬.২ দুইটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন (উদ্যোগের নাম উল্লেখসহ); ৬.৪ একটি সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ (সেবার নাম উল্লেখসহ) ২ | বিআরটিএ | ৫.৩ ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন; ৬.৩ এক সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ (এপয়েন্টমেন্টের মাধ্যমে মোটরযানের ফিটনেস কার্যক্রম সম্পাদন) ৩ | বিআরটিসি | ২.২ NIS সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; ৪.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান; ৫.৩ ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু; ৫.৬ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন; ৬.৩ এক সেবা সহজীকরণ (সেবার নাম উল্লেখসহ) ৪ | ডিটিসিএ | ৩.১ ট্রাফিক সার্কুলেশন সংক্রান্ত খসড়া বিধি প্রণয়ন; ৫.৩ ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু; ৬.২ দুইটি সেবা অনলাইনে চালু করা; ৬.৩ ই-টেন্ডাররের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	এ বিভাগ ও অধীন সংস্থাসমূহের NIS কর্ম-পরিকল্পনার চতুর্থ প্রান্তিকের নির্ধারিত কার্যক্রমসহ বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা পরিপূর্ণ অর্জনে সংস্থা প্রধান ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ অনুবিভাগ প্রধান/ NIS ফোকাল পয়েন্ট
	(৩) Grivance Redress System - GRS : অতিরিক্ত সচিব (আইন) জানান, এপ্রিল ২০১৮ মাসে এ বিভাগের অনলাইনের মাধ্যমে ০৬টি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। মোট ০৬টি অভিযোগের মধ্যে ০৪টি অভিযোগের জবাব দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট (৬-৪)-০২টি অভিযোগের মধ্যে ০১টি সওজ অধিদপ্তর এবং ০১টি বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। ০২টি অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এপ্রিল ২০১৮ মাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে থিমেটিক গ্রুপের ০২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত সংশোধিত ছকে অভিযোগ গ্রহণ ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত এপ্রিল/২০১৮ মাসের তথ্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে। (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ এবং চেয়ারম্যান, বিআরটিএ ও বিআরটিসি জানান সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী GRS সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। (গ) অতিরিক্ত সচিব (আইন) জানান, অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে দাখিল করা হয়েছে।	(ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিস্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। (খ) অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে। (গ) প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে দাখিল করতে হবে।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ /সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও GRS ফোকাল পয়েন্ট
	(৪) Integrated Budget Accounting System (iBAS^{++}) : উপসচিব (বাজেট) জানান, অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা কর্তৃক iBAS-2 বাজেট বাস্তবায়ন প্রকল্পভিত্তিক User ID ও Password ইস্যুর লক্ষ্যে অর্থ বিভাগে নির্ধারিত ফর্মে আবেদনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে iBAS-2 এ প্রকল্প পরিচালকগণ তাদের নিজস্ব প্রকল্পের বিভাজন ও অর্থছাড় সংক্রান্ত তথ্যাদি এন্ট্রি দিতে পারবেন। তিনি আগামী অর্থ-বছরের অর্থছাড় প্রক্রিয়ায় জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে iBAS-2 এর Budget Preparation মডিউলে যথাযথ বিভাজন মোতাবেক ডিটেইলড এন্ট্রি প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি অবহিত করেন চলতি অর্থ-বছরে iBAS সিস্টেমে অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময়ে প্রকল্পের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি এ জটিলতা নিরসনের জন্য পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তরকে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পরামর্শ প্রদান করেন।	iBAS সিস্টেমে প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনের জন্য পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ নিবেন।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট/ উন্নয়ন) ও সকল সংস্থা প্রধান/প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) উপসচিব (জিএফডিপি/ ডিএফডিপি/বাজেট)
	(৫) Public Sevrice Innovation: Public Sevrice Innovation বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট ও অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) পরবর্তী সভায় বিষয়টি অবহিত করবেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	Public Sevrice Innovation বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট পরবর্তী সভায় বিষয়টি অবহিত করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)

www.thd.gov.bd/ date 2018-05-30

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ছ. সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল সংক্রান্ত:		
	(১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল বিষয়ে ২টি কর্মশালা/সেমিনার/গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, ঢাকা এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় সড়ক/মহাসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে একটি সভা/সেমিনার আয়োজনের জন্য পরিচালক, সড়ক গবেষণাগার, মিরপুর, ঢাকাকে ও রোড সেফটি বিষয়ে একটি সভা/সেমিনার আয়োজনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রোড ডিজাইন এন্ড সেফটি সার্কেল, ঢাকাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদ্বয় উক্ত সভা/সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সওজ বহির্ভূত বিশেষজ্ঞগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। চলতি মাসেই ওয়ার্কশপ দুটির আয়োজন করা হবে।	(১) সড়ক/মহসড়কের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মে/২০১৮ ও এক্সেল লোড কন্ট্রোল বিষয়ে জুন/২০১৮ সময়ে পৃথক ২টি কর্মশালা/ সেমিনার/ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান রোড সেফটি বিষয়ে আগামী মে/২০১৮ সময়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হবে।	(২) রোড সেফটি বিষয়ে মে/২০১৮ সময়ের মধ্যে ১টি কর্মশালা/সেমিনার/ গোলটেবিল বৈঠক আয়োজন করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	জ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, ঢাকা কর্তৃক প্রতিটি সড়ক/মহাসড়ক বিভাগের Index তৈরীর কাজ চলমান। ইতোমধ্যে ৩৭টি সড়ক বিভাগ হতে তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে এইচডিএম সার্কেল Index তৈরীর কাজ করছে। Index তৈরীতে কতদিন সময় লাগবে, কতটুকু কাজ হয়েছে আগামী সভায় প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করার বিষয় সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	প্রতিটি সড়ক/ মহাসড়কের Index তৈরির কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। পরিপূর্ণ Index তৈরীতে কতদিন সময় লাগবে, কতটুকু কাজ হয়েছে তা আগামী সভায় প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	ঝ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য কর্তৃক প্রেরিত ডিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন এবং এ বিভাগে ও আওতাধীন দপ্তর সংস্থায় কতটি ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপনের ওপর সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধানদের পরামর্শ প্রদান করেন। এ বিষয়ে উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) সভাকে অবহিত করেন ব্রীজ/কালভার্ট/রাস্তা মেরামত/সংস্কার বিষয়ে মার্চ ২০১৮ হতে ১৬/০৫/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ২৯ টি ডিও পত্র পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, সওজ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।	গুরুত্ব সহকারে ডি.ও এর ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থায় জানুয়ারি ২০১৮ - মে ২০১৮ সময় পর্যন্ত কতটি ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঞ. সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত: সারা দেশে সড়কে বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে। এ সকল দুর্ঘটনায় যানমালের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রানহানির ঘটনা ঘটে। এ সকল দুর্ঘটনার কারণ ও সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন রয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সভাপতি এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, প্রত্যেক জেলায় জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে Road Safety বিষয়ে **জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি** রয়েছে। জেলা পর্যায়ে উক্ত কমিটির নিয়মিতভাবে সভা করা এবং দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যাদি বিআরটিএ কার্যালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রদানের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএ-কে নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি এর সভা নিয়মিত করার লক্ষ্যে সকল জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র প্রেরণের বিষয়েও সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(১) সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ে জেলা পর্যায়ে গঠিত **জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি**'র সভা নিয়মিত অনুষ্ঠান এবং দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। (২) জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা নিয়মিত করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন অধিশাখা)
	ট. অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মাসিক সভা/ মাসিক সমন্বয়র সভা সংক্রান্ত: প্রত্যেক অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা নিয়মিতভাবে মাসিক সভা ও মাসিক সমন্বয় সভা আয়োজন এবং সভার কার্যবিবরণীর কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাকে নিয়মিতভাবে মাসিক সভা ও মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিস)/ নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ)

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২৪/০৫/২০১৮
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব

www.rthd.gov.bd // date: 2018-05-30